আশুরার রোযার ফযিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرْضِيَّةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১। **অর্থঃ** হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "রমযানের রোযার পরে সবচেয়ে উত্তম রোযা হলো মহররম মাসের (আশুরার) রোযা এবং ফরয নামাযের পরে সবচেয়ে উত্তম নামায হলো রাত্রিকালীন (তাহাজ্জুদ) নামায।" (মুসলিম শরীফ)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهٗ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بَقِيْتُ اِلٰى قَابِلٍ لَاَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত- তিনি বলেছেন- রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার দিনের রোযা রাখলেন এবং ঐ দিনের রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! এই দিনটিকে তো ইয়াহুদ ও নাছারাগণ সম্মান করে (আমাদের

একদিনের রোযা তো তাদের সমতুল্য হয়ে যাচ্ছে)। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- "তাদের সাথে পাথক্য করার জন্য– আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত জীবিত থাকি- তাহলে ৯ তারিখেও অবশ্যই রোযা পালন করবো"। (মুসলিম শরীফ)।

বিঃদ্রঃ-হিযরতের প্রথম বছরে আশুরার রোযা রাখা ফরয ছিল। দ্বিতীয় হিজরী সনে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার প্রেক্ষিতে আশুরার রোযা নফলে পরিণত হয়। ১১ হিজরী সনে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলে- ইয়াহুদীরা মহররমের দশম তারিখ ১ দিনের রোযা রাখে। আমাদের ১ দিনের রোযা তো তাদের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এতে মনে হয়- আমরা তাদের অনুসরণ করছি। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- আগামী বছর (১২ হিজরী) পর্যন্ত আল্লাহ পাক আমার দুনিয়াবী হায়াত বাকী রাখলে আমি অবশ্যই নয় তারিখেও রোযা রাখবো। কিন্তু পরবর্তী মহররম ১২ হিজরী সনের পূর্বেই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন।

মাসয়ালাঃ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত- তিনি বলেছেন-

صُوْمُوْا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- তোমরা মহররমের ৯ম ও ১০ম তারিখে আশুরার নফল রোযা রাখো এবং ইয়াহুদীদের থেকে ভিন্নতা রক্ষা করো।"

মাসয়ালাঃ ইবনে হুমাম বলেছেন- দশ তারিখের আগের দিন ও পরের দিন সহ মোট তিন দিন নফল রোযা রাখা মোস্তাহাব।

মাসয়ালাঃ শুধু দশ তারিখের এক দিনের রোযা রাখা ইয়াহুদীদের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে মাকরূহ হবে। (মিরক্বাত– হাশিয়া মিশকাত পৃষ্ঠা ১৭৯)।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمًا
عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ تَصُوْمُوْنَهُ فَقَالُوْا

هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ اَنْجَى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ
وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهٗ فَصَامَهٗ مُوْسٰى شُكْرًا
فَنَحْنُ نَصُوْمُهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ
فَصَامَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَ
بِصِيَامِهٖ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা মোনাওয়ারায় হিজরত করে এসে (৯ মাস পর) দেখতে পেলেন- মদিনার ইয়াহুদীরা আশুরার দিনে একদিনের রোযা পালন করছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা এই দিনে রোযা পালন করো কেন? তারা বললো- এটা এমন মহান দিন- যে দিনে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুছা আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতিকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরআউন ও তার অনুসারীদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাই হযরত মুছা আলাইহিস সালাম এই দিনে শুকরিয়া স্বরূপ রোযা রাখতেন। আমরাও তাঁর অনুসরণে এই দিনে রোযা রাখি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন "তোমাদের চেয়ে আমরা হযরত মুছার বেশী হক্বদার ও বেশী ঘনিষ্ঠ। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দিনে রোযা রাখতেন এবং উম্মতকেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)।

মাসআলাঃ হযরত মুছা আলাইহিস সালাম মহররমের দশ তারিখে (আশুরার দিনে) নীল দরিয়া পার হয়েছিলেন ১২ লক্ষ বণী ইসরাঈলকে নিয়ে। এটা ছিল হযরত মুছা (আঃ) ও তাঁর জাতির জন্য নেয়ামত প্রাপ্তি দিবস। তাই তিনি ও তাঁর উম্মত এই দিনে রোযা রাখতেন নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ। এই নিয়ম মদিনার ইয়াহুদীরাও পালন করতো। আশুরার রোযার সূচনা হয়েছে আরও পূর্বে- হযরত নূহ আলাইহিস সালাম থেকে। তিনিও এই দিনে মহাপ্লাবন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুছা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ

রহমত ও নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ আশুরার দিনে নিজে রোযা রাখতেন এবং উম্মতকেও তা পালন করার নির্দেশ দেন। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন- হযরত মুছা আলাইহিস সালাম ইয়াহুদীদের চাইতে আমাদের বেশী ঘনিষ্ঠজন এবং আমরা মুসলমানরা ও তাঁর বেশী হক্বদার। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইয়াহুদীরাই হযরত মুছা (আঃ) এর বেশী ঘনিষ্ঠ ও হক্বদার। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) বলেছেন- আমরা বেশী হক্বদার ও বেশী ঘনিষ্ঠ। এর কারণ কি? কারণ হলো- নবী করিম (দঃ) নবীগণের সরদার। এক নবীর ঘনিষ্ঠতম হচ্ছেন আর এক নবী- কেননা তাঁরা সমগোত্রীয়। উম্মত হচ্ছে অনুসারী ও অনুগত। আর একটি কারণ হলো- মি'রাজের রাত্রে হযরত মুছা আলাইহিস সালাম আমাদের ৪৫ ওয়াক্ত নামায কমানোর ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। সুতরাং এর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ আশুরার রোযা পালন করা- আমাদের জন্য- হিযরতের প্রথম বছর ছিল ফরয এবং দ্বিতীয় হিজরীর পর হতে কেয়ামত পর্যন্ত মোস্তাহাব। কাজেই আমাদের প্রতি হযরত মুছা আলাইহিস সালামের দয়া মায়ার প্রতিদান স্বরূপ তাঁর নাজাত দিবস পালন করার ক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরা ইয়াহুদীদের চাইতে বেশী হক্বদার।

মাসআলাঃ আশুরা দিবস পালন করা হয় প্রতি বছর। নীল দরিয়া অতিক্রম করার স্মৃতি স্মরণ করা নবীজীর সুন্নাত। ঘটনা ঘটেছিল একদিন, কিন্তু তার শুকরিয়া আদায় করতে হবে কেয়ামত পর্যন্ত। রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। এই দিনটি হচ্ছে বিশ্ব জগতের জন্য মহান রহমত নাযিলের দিন। খোদা তায়ালার এই বিশেষ নেয়ামতটি হচ্ছে ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে খাস রহমত। অন্য নবীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষনের স্মরণে যদি মুসলমানরা সে দিবসটি রোযার মাধ্যমে পালন করতে আইনতঃ বাধ্য থাকে- তাহলে বিশ্বজগতের রহমত রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবস প্রতি বৎসর পালন করা মুসলমানদের জন্য কেন অবৈধ হবে? এই দলীলটি পেশ করেছেন- বোখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ)- তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত ফতহুল বারী শরহে বোখারী গ্রন্থে। ওহাবী, দেওবন্দী, জামাত শিবির গংরা আল্লামা ইবনে হাজরের সমর্থিত মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানকে শিরিক বিদ্‌আত, খৃষ্টানদের খৃষ্টমাস- আরও কত কি

বলেছে। তারা মিলাদুন্নবীকে বন্ধ করার হীন উদ্দেশ্যে সিরাতুন্নবী নামে এক নূতন বেদআতি অনুষ্ঠান চালু করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুন্নী জনতার দাবীর প্রেক্ষিতে হাসিনা সরকার মিলাদুন্নবী পালনের প্রশাসনিক নির্দেশ দিলেও তারা এখনও সিরাতুন্নবীতেই রয়ে গেছে এবং সরকারী আদেশ লংঘন করছে। এতেই প্রমাণিত হয়- তারা নবীজীর শান মানের বিরোধী চক্র।

৪। আশুরার দিনে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আন্হু সহ নবী বংশের ২৩ জন আহলে বাইত সদস্য এবং ৭২ জন হোসাইন ভক্ত অনুসারী- সর্বমোট ৯৫ জন নবী প্রেমিক এজিদের কবল থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তার বিরুদ্ধে জেহাদ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাই আশুরার সঙ্গে যোগ হয়েছে শাহাদাতে কারবালা। মুসলমানদের কাছে আশুরার দিনে কারবালার শাহাদাতই বেশী গুরুত্ব পায়। ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের রক্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংরক্ষণ করে রেখেছেন- যা হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীসে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হুযুর (দঃ) এই রক্ত সংরক্ষণের কারণও স্বপ্নে বলে দিয়েছেন হযরত ইবনে আব্বাসকে। হাশরের দিনে তিনি এই রক্ত আল্লাহর দরবারে পেশ করবেন বলে স্বপ্নে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে-

وَاَرْفَعُهَا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎঃ "আমি ইমাম হোসাইনের রক্ত ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ত কেয়ামতের দিনে আল্লাহর দরবারে পেশ করবো।" অন্য রেওয়ায়াতে আছে- এই রক্তের উসিলা দিয়ে তিনি উম্মতের গুনাহ্ মাপ চাইবেন। সুবহানাল্লাহ! গুনাহ করেছি আমরা— আর সেই গুনাহ মাপ হবে ইমাম হোসাইনের রক্তের উছিলায়! তাই এ শাহাদাতের সম্মানে প্রতি বছর আশুরার দিনে মিলাদ কিয়াম, দান খয়রাত, ইবাদত বন্দেগী করে ইমামে পাক ও তাঁর সঙ্গীদের রূহ মোবারকে সাওয়াব রেছানী করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। শরিয়ত সম্মত উপায়ে গুরুত্বের সাথে এই শাহাদাত দিবস পালন করতে হবে। শিয়াদের মনগড়া তাজিয়া, মর্সিয়ার মিছিল শরীয়ত কখনও সমর্থন করেনা।

-সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠাতা

হাফেজ এম.এ. জলিল